ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
******

স -১৪৫৯
আগরতলা, ১৪ জুলাই ২০১৮

রথযাত্রা উপলক্ষ্যে রাজ্যবাসীকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন

স্বরোজগারীই হচ্ছে রাজ্যের উন্নয়নের চাবিকাঠি ঃ মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলার ইসকন মন্দির আয়োজিত আজ তৃতীয় আগরতলা রথযাত্রা উৎসবের সূচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। অনুষ্ঠানের সূচনা করে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদেব বলেন, ভারতবর্ষের মধ্যে পুরীর জগন্নাথ ধামে আজকের এই দিনটিতে লাখ লাখ ভক্তজনের সমবেত হন। তিনি বলেন আমাদের যে ধামগুলি রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে জগন্নাথ ধাম। তিনি বলেন, ভগবান প্রথমে বদ্রিনাথ ধামে ধ্যান করেন, দ্বারকা ধামে এসে বিশ্রাম করেন, রামেশ্বর ধামে স্নান করেন এবং পুরীতে এসে ভোজন করেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, পুরীর জগন্নাথ ধামে যাওয়ার পর কোন ব্যক্তিই না খেয়ে আসতে পারে না। সবার জন্য খাদ্যের ব্যবস্থা সেখানে রয়েছে। সেটাই পরম্পরা । এখনও সেই ব্যবস্থা প্রচলিত। তিনি আরও জানান, প্রতিদিন পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে ১৫ লক্ষ টাকার মাটির পাত্র ভোগ লাগানোর জন্য ব্যবহার করা হয়।

তিনি বলেন, বর্তমান রাজ্য সরকার রাজ্যের ১০টি ব্লকে ২০ কেজি করে বিনামূল্যে গরীব-জাতি, জনজাতিদের মধ্যে অন্নদান করার ব্যবস্থা করেছে। প্রথমবার কোন সরকার ত্রিপুরাতে এই ব্যবস্থা করেছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সরকারের দায়িত্ব কর-এর টাকা সঠিকভাবে রূপায়ণের মাধ্যমে জনগণের কল্যাণে ব্যবহার করা। তিনি বলেন, প্রত্যেক ব্যক্তিকে বৈভবশালী, স্বনির্ভর করা, আর এটাই জগন্নাথ ধামে শেখানো হয়। রাজ্য সরকারও ত্রিপুরার প্রত্যেকটি ব্যক্তিকে স্বনির্ভর করার কাজ করে চলেছে।

পুরীর জগন্নাথ ধামের মতো অন্ন-বস্ত্র, বাসস্থানের ব্যবস্থা যেমন আছে, সরকারেরও দায়িত্ব সকল জনগণের অন্ন-বস্ত্র, বাসস্থান ব্যবস্থা করে দেওয়া। তিনি বলেন, ভগবান জগন্নাথের আর্শিবাদে রাজ্য সরকার সেই দিশাতে কাজ করছে। তিনি বলেন, স্বরোজগারীই হচ্ছে রাজ্যের উন্নয়নের চাবিকাঠি। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী ৩৭ লক্ষ ত্রিপুরাবাসীকে এই পূর্ণ রথযাত্রা উৎসবে জাতি-জনজাতি, ধর্ম বর্ণ নির্বির্শেষে সবাইকে ধন্যবাদ জানান। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী একটি স্বরনিকা উন্মোচন করেন। এরপর রথযাত্রা উপলক্ষ্যে তিনি জগন্নাথ, বলরাম, শুভদ্রার পূজার্চ্চনা করেন। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী ছাড়াও অন্যান্যদের মধ্যে আলোচনা করেন ত্রিপুরা বিধানসভার মুখ্য সচেতক কল্যাণী রায়, আগরতলা ইসকনের কো-প্রেসিডেন্ট শ্রীদাম গোবিন্দ দাস, সমাজসেবী দীপক কর। উল্লেখ্য, এবারের এই রথযাত্রা উৎসবে বিশেষ আকর্ষন হচ্ছে ভগবান জগন্নাথ, বলরাম, শুভদ্রার সোনাবেশ এবং ৩টি সুবিশাল সুসজ্জিত রথের চুড়া পুরীর অনুকরণে করা হয়েছে। জগন্নাথ, বলরাম, শুভদ্রা অধিষ্টিত তিনটি রথ শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে গুরুজী কনফারেন্স হলের সামনে এসে শেষ হয়। ২২ জুলাই শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে জগন্নাথ, বলরাম, শুভদ্রা পুনরায় রথে চড়ে ইসকন মন্দিরে ফিরে আসবেন। আজকের এই অনুষ্ঠানে ধর্ম প্রাণ মানুষের উপস্থিতি ছিল লক্ষ্যনীয়।

*****